**জেলা প্রশাসক সম্মেলন ২০১৩ উদ্বোধন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা, ৮ শ্রাবণ ১৪২০, ২৩ জুলাই ২০১৩

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,

বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণ,

সমবেত সুধিমন্ডলী।

                        আসসালামু আলাইকুম।

জেলা প্রশাসক সম্মেলন, ২০১৩ এর উদ্বোধন উপলক্ষে আমি সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

বর্তমান সরকারের মেয়াদে এটি পঞ্চম জেলা প্রশাসক সম্মেলন। এ সম্মেলনে প্রতি বছর কেন্দ্রের সঙ্গে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সরাসরি মতবিনিময়ের যে সুযোগ সৃষ্টি হয় তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তৃণমূল পর্যায়ে সরকারি নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে সমস্যাসমূহ এবং সেগুলো উত্তরণের পন্থা ও কৌশল নির্ধারণে এ সম্মেলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ব্রিটিশ আমলে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় বা কালেক্টরেট নামক প্রতিষ্ঠানটির জন্ম। সময়ের বিবর্তনে এটি আজ মাঠ পর্যায়ে উন্নয়ন-ব্যবস্থাপনার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে।

মাঠ পর্যায়ে সরকারের নীতি, কৌশল ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে এবং নাগরিক জীবনের সার্বিক মানোন্নয়নে জনগণ ও সরকারের মধ্যে সেতুবন্ধ হিসেবে জেলা প্রশাসকগণ কাজ করে থাকেন।

প্রিয় জেলা প্রশাসকবৃন্দ,

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জনগণের এক বিশাল ম্যান্ডেট নিয়ে মহাজোট সরকার ২০০৯ সালের শুরুতে দেশ পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করে। এই অভূতপূর্ব গণরায়ের ভিত্তি ছিল দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রণীত রূপকল্প-২০২১, দিনবদলের সনদ এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত একটি প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক, আধুনিক ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ে তোলার অঙ্গীকার। এর মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্যম-আয়ের জ্ঞানভিত্তিক, শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলা।

এসব লক্ষ্য পূরণে আমাদের সরকার গত সাড়ে চার বৎসর যাবৎ কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই আমরা অর্জন করেছি অভূতপূর্ব সাফল্য। আমি দৃঢ়ভাবে আশাবাদী, আগামী নির্বাচনের আগেই সরকারের অবশিষ্ট অঙ্গীকারসমূহও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই সরকার দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সর্বাত্মক উদ্যোগ ও সুদৃঢ় পদক্ষেপ নিয়েছে। জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের হত্যার বিচার সম্পন্ন ও রায় কার্যকর করার মাধ্যমে জাতি তাঁর কলঙ্কের দায় লাঘব করতে সমর্থ হয়েছে। জেলখানায় চার জাতীয় নেতার নৃশংস হত্যার বিচার নিশ্চিত করতে সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করা আপিল মামলার রায় ইতোমধ্যে ঘোষিত হয়েছে।

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে সংঘটিত গণহত্যা, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধের বিচার কার্যক্রম এগিয়ে চলছে। ইতোমধ্যে ছয়টি মামলার রায় ঘোষিত হয়েছে।

দেশের মাটি থেকে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নির্মূল করার ক্ষেত্রেও সরকার উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। বিডিআর বিদ্রোহের বিচার বিডিআর আইন অনুযায়ী ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। এ ঘটনায় সেনা কর্মকর্তাদের হত্যা এবং একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলা ও দশ-ট্রাক অস্ত্র মামলার বিচার কাজও এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে।

বিশ্ব-মন্দা সত্বেও গত চার অর্থ-বছরে অর্থনীতির গড় প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৬ শতাংশের বেশি। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর মূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে।

আমরা কৃষিকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করে কৃষির সার্বিক উন্নয়নের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। বর্তমান সরকার সারের মূল্য কয়েক দফা কমিয়েছে। কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ করা হয়েছে। দেশের প্রতিটি ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে সার বিক্রেতা নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বল্পমূল্যে ও সহজলভ্যভাবে কৃষি উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে। কৃষকদের মাত্র ১০ টাকায় ব্যাংক একাউন্ট খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এই একাউন্টের মাধ্যমে বোরো ধান ও পাট চাষের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। সরকারের কৃষিবান্ধব কার্যক্রমের ফলে বাংলাদেশ এখন খাদ্যে প্রায় স্বয়ং-সম্পূর্ণ।

কৃষককে উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য ও মূল্য-সহায়ক প্রদানের লক্ষ্যে সরকার অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে চাল ক্রয় করছে। সরকারের পদক্ষেপের ফলে এ সংক্রান্ত এমডিজি-লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত সময়ের আগেই অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

আমরা দুঃস্থ ও নিম্ন আয়ের জনগণের জন্য ফেয়ার প্রাইস কার্ড প্রচলন করি। এ পর্যন্ত কার্ডধারী ৭৭ লাখের বেশি পরিবারের মধ্যে ৩ লাখ ৩১ হাজার মেট্রিক টনের বেশি চাল বিক্রি করা হয়েছে। নিম্ন আয়ের সরকারি কর্মচারি এবং পোশাক শ্রমিকদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

২০০৯ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত গত চার বছরে ২০ লাখ ৪০ হাজার ব্যক্তির বিদেশে কর্মসংস্থান হয়েছে। গত সরকারের একই সময়ের তুলনায় এটা দ্বিগুণেরও বেশি। এ সময়ে বিদেশ থেকে রেমিটেন্স এসেছে ৫৫ হাজার ১২৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। যা বিগত সরকারের একই সময়ের তুলনায় ৪ গুণ বেশি।

রপ্তানি আয় ২০০৮ সালের ১৪ হাজার ১১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে গত অর্থবছরে প্রায় ২৪ হাজার ৩২২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উন্নীত হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। গত সরকারের আমলে ২০০৬ সালে রিজার্ভ ছিল মাত্র ৩ দশমিক ৮৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

চার বছরে রাজস্ব আয় দ্বিগুণ হয়েছে। চার বছরে বৈদেশিক বিনিয়োগ এসেছে প্রায় ৩৮২ কোটি ডলার। বিগত সরকারের একই সময়ে এসছিল মাত্র ১৮৭ কোটি ডলার।

আমাদের সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকারসমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে দারিদ্র্য বিমোচন। ২০২১ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় ওএমএস, অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি, জেলেদের জন্য বিশেষ ভিজিএফ, বয়স্ক ভাতা, স্বামী পরিত্যক্ত দুঃস্থ মহিলা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা ইত্যাদি কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।

এছাড়া, দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে আশ্রয়ণ প্রকল্প, একটি বাড়ি একটি খামার, ঘরে ফেরা, মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ ইত্যাদি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রিয় জেলা প্রশাসকবৃন্দ,

শিক্ষাখাতে বর্তমান সরকারের অর্জন উল্লেখযোগ্য। ‘জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০' বাস্তবায়নের কাজ এগিয়ে চলছে।

স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত মেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ, শিক্ষার মানোন্নয়নে নতুন কারিক্যুলাম প্রণয়ন, প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির জন্য লটারি পদ্ধতি চালু, প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা ও জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা প্রবর্তন, ২৬ হাজার ২০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করা হয়েছে।

গত ৪ বছরে প্রথম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে প্রায় ৯২ কোটি বই বিতরণ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট গঠন করে স্নাতক পর্যায়ের ছাত্রীদেরকে উপবৃত্তি প্রদান শুরু হয়েছে।

নারীর রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ‘জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১১' প্রণয়ন করা হয়েছে।

বর্তমান সরকার দরিদ্র গর্ভবতী মা, কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার এবং কৃষিকাজে নিয়োজিত প্রান্তিক নারী কর্মীদের জন্য ভাতা প্রদানের কর্মসূচি চালু করেছে। কর্মজীবী মায়ের শিশু সন্তানদের জন্য সরকারি উদ্যোগে ৪৩টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনা করা হচ্ছে। মাতৃত্বকালীন ছুটির মেয়াদ ৪ মাস থেকে ৬ মাস বাড়ানো হয়েছে। দেশের ইতিহাসে  প্রথমবারের মত একজন নারীকে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পিকার পদে নির্বাচিত করা হয়েছে।

সুধিবৃন্দ,

উন্নত রাষ্ট্র-ব্যবস্থা নির্মাণের জন্য প্রয়োজন একটি স্বচ্ছ, জবাবদিহিতামূলক, গতিশীল, উন্নয়নমুখী ও সেবামূলক জনপ্রশাসন।

জেলা প্রশাসকের কার্যলয়ে ‘ওয়ান স্টপ সার্ভিস' হিসেবে ফ্রন্ট ডেস্ক স্থাপন; জনগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত অভিযোগের তাৎক্ষণিক প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রতি বুধবার ‘পাবলিক হিয়ারিং ডে' চালু এবং ‘জেলা তথ্য বাতায়ন' খোলা হয়েছে।

তৃণমূলের সঙ্গে প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তরের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, দেশের সাতটি প্রশাসনিক বিভাগ ও ৬৪টি জেলাকে ভিডিও কনফারেন্সিং সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে।

গ্রাহক সেবাকে তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে সারাদেশে ৪ হাজার ৫০১টি ‘ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র' চালু করা হয়েছে। দেশের সকল জেলায় ই-সার্ভিস চালু করা হয়েছে।

প্রিয় সুধিবৃন্দ,

জেলা প্রশাসন একটি পরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান। উদ্ভাবনী উদ্যোগ এ প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা আরও বাড়াতে পারে।

‘রূপকল্প ২০২১'-এর অন্যতম লক্ষ্য হল ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়া। প্রতিটি জেলায় এ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে যশোরকে ‘বাংলাদেশের প্রথম ডিজিটাল জেলা' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

এই সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ যশোর জেলা প্রশাসন ‘ই-এশিয়া এ্যাওয়ার্ড ২০১১' লাভ করেছে।

চলতি বছরের মধ্যে বাংলাদেশে বিদ্যুতের উৎপাদন ৭ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২০০৯ সালের ৪ হাজার ৯৪২ মেগাওয়াট থেকে বর্তমানে ৮ হাজার ৫৩৭ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে।

গত ৪ বছরে প্রায় ৩০ লাখ নতুন গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। বিদ্যুতের সিস্টেম লস ১৮.৮৫ শতাংশ থেকে ১৪.১৭ শতাংশে নেমে এসেছে।

বাংলাদেশকে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, জঙ্গিবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করে একটি সুখী, সমৃদ্ধ, অসাম্প্রদায়িক দেশে পরিণত করতে বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, আপনারা সাধারণ মানুষের কাছাকাছি অবস্থান করেন।

সকল প্রকার ভয়ভীতি ও প্রলোভনের ঊর্ধ্বে থেকে আইনানুগ দায়িত্ব পালন এবং জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণে সর্বদা সচেষ্ট থাকতে আপনাদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

কর্মসম্পাদনে শৈথিল্য কিংবা পক্ষপাতমূলক আচরণ কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। সেবার মনোভাব নিয়ে সত্য ও ন্যায়ের পথে অবিচল থাকলে আপনাদের পক্ষে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন সম্ভব হবে।

প্রিয় বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকবৃন্দ,

আপনারা জানেন, সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে দেশে গণতন্ত্র বিকাশের পথ সুগম হয়েছে।

দেশে এই প্রথম আলোচনার মাধ্যমে একটি স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের মেয়াদে সংসদীয় শূন্য আসনের উপ-নির্বাচনসহ প্রায় ৬ হাজার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসব নির্বাচন নিয়ে কোন প্রশ্ন উঠেনি।

সরকারের সদিচ্ছা এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রতিটি নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

আগামী সাধারণ নির্বাচনও দেশের সংবিধান অনুযায়ী সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হবে। সুস্থ গণতান্ত্রিক ধারা বিকাশে আপনাদের বলিষ্ঠ ভূমিকা, কর্মদক্ষতা ও একাগ্রতা আগামী দিনগুলিতেও অব্যাহত থাকবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

জেলা প্রশাসক হিসেবে আপনাদের বহুবিধ জনকল্যাণমুখী কাজের মধ্যে কিছু বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখার জন্য আমি আপনাদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

১.          সরকারি সেবা গ্রহণে সাধারণ মানুষ যাতে কোনভাবেই হয়রানি বা বঞ্চনার শিকার না হন, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

২.         নারী ও শিশু নির্যাতন ও পাচার, মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার, যৌতুক, ইভটিজিং এবং বাল্যবিবাহের মত সামাজিক ব্যাধি বিস্তাররোধে কাজ করা।

৩.        প্রতিবন্ধী ও পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর কল্যাণে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ।

৪.         জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছানোর লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়ন ও বিকাশে নেতৃত্ব প্রদান করতে হবে।

৫.         তৃণমূল পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে কাজ করতে হবে।

৬.        শিক্ষার সকল স্তরে নারীশিক্ষার হার বৃদ্ধি, ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয় ত্যাগের হার কমানো এবং ঝরেপড়া শিক্ষার্থীদের মূলধারায় ফিরিয়ে আনার পদক্ষেপ গ্রহণ।

৭.         প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষার বিস্তার ও মানোন্নয়নে আপনাদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। চর, হাওর, চা-বাগান, পাহাড়ের মত দুর্গম অঞ্চলের সকল শিশুকে স্কুলমুখী করার প্রতি বিশেষভাবে যত্নবান হতে হবে।

৮.        পণ্যের চাহিদা, মজুদ ও সরবরাহ পরিস্থিতি নিয়মিত মনিটর করতে হবে।

৯.        রমজান মাসে কৃত্রিম সঙ্কট সৃষ্টির মাধ্যমে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির যে কোন অপচেষ্টা শক্তভাবে প্রতিরোধ করতে হবে।

১০.       ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং সরকারি ভূমি রক্ষায় সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। জনগণ যাতে কোনভাবে হয়রানির শিকার না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে।

১১.        কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সার, বীজ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ইত্যাদির সরবরাহ নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ নিতে হবে।

১২.       খাদ্যশস্য দূষণমুক্ত রাখতে উৎপাদকদের উৎসাহিত করা এবং ভেজাল খাদ্যদ্রব্য বাজারজাতকরণ প্রতিরোধে ব্যাপক গণজাগরণ সৃষ্টি করতে হবে।

১৩.       স্থানীয় সম্পদ এবং সম্ভাবনার আলোকে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে উদ্যোগ গ্রহণ।

১৪.        প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সমবায়ভিত্তিক কার্যক্রমে উৎসাহিত ও সংগঠিত করতে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ।

১৫.       পরিবেশ রক্ষার জন্য জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং এই সংক্রান্ত আইন ও বিধি-বিধানের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ।

১৬.       দুর্যোগ ও বিপর্যয় প্রশমনে দুর্যোগ সংক্রান্ত স্থায়ী নির্দেশনাবলী অর্থাৎ Standing Orders on Disaster, 2010 অনুসারে সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

১৭.       সাধারণ মানুষকে সহজে সুবিচার প্রদান ও আদালতে মামলার জট কমাতে গ্রাম আদালতকে কার্যকর করতে হবে।

আমি আশা করি, আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে বাংলাদেশ একটি ক্ষুধামুক্ত ও দারিদ্র্যমুক্ত মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে।

সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি ‘জেলা প্রশাসক সম্মেলন ২০১৩'-এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি ।

খোদা হাফেজ।

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।